REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴২০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী
১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

১৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৮ই ভাদ্র বুধবার ১৩৩৩ ইংরাজী 25th August 1926. | ৮ম সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর. সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৷০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষায় অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থ করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১॥০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ॥৵০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৮ই ভাদ্র বুধবার ১৩৩৩ সাল।

আবার এক টাকার নোট।

—০—

সম্প্রতি কারেন্‌সি কমিশন যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আবার কাগজের টাকা লইয়া লোককে বাজার হাট, কারবার, লেন-দেন করিতে হইবে। কিছুদিন হইল গভর্ণমেণ্ট এক টাকার নোট প্রচলন বন্ধ করিয়াছিলেন। ভালই হইয়াছিল, আবার কাগজের টাকার প্রচলন হইলে সাধারণকে মহা অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।

লর্ড সিংহের নূতন সম্মান।

—•—

লর্ড সিংহ ও সার জন পাউয়ার ওয়ালিসকে প্রিভি কাউন্‌সিলের জুডিসিয়াল কমিটিতে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থায় সম্রাট সম্মতি দান করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কোনও ভারতীয় হিন্দু এ সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। একমাত্র সৈয়দ আমীর আলী এই পদে নিযুক্ত আছেন। ইদানীং এ দেশ হইতে প্রিভি কাউন্‌সিলে যেরূপ অধিক পরিমাণ মোকর্দ্দমা যাইতেছে, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান, দুই সম্প্রদায়ের দুইজন বিচারক থাকিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

খোরপোষের দাবি।

—•—

হুগলী সেওড়াফুলির শ্যামাদাস আঢ্যের পত্নী পল্লীরাণী দাসী হুগলীর সবজজের আদালতে এই মর্ম্মে এক অভিযোগ আনয়ন করে যে, তাহার স্বামীর পুরুষত্ব নষ্ট হইয়াছে। তজ্জন্য সে তাহাকে (বাদিনীকে) দেখিতে পারে না, প্রায়ই নির্দ্দয় ব্যবহার করে, বাদিনীর প্রার্থনা, আদালত তাহার খোরপোষের ব্যবস্থা করিয়া দিউন। প্রতিবাদী শ্যামাদাস প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, তাহার শক্তি অটুট আছে। উভয় পক্ষের বহু তর্ক বিতর্ক এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদির পর সবজজ পল্লীরাণীর পক্ষে ডিক্রী দিয়াছেন।

বিয়ে পাগলার সর্ব্বনাশ।

—•—

"বীরভূমবার্ত্তা"য় প্রকাশ, হেলারাম দাসের বাড়ী সিউড়ীর অধীন তণ্ডিরবন গ্রামে। হেলারামের স্ত্রী-বিয়োগ হইলে সে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠে। জামিরা গ্রামের এক ঘটক বাঁকুড়া জেলা হইতে এক কন্যা আনিয়া গত শ্রাবণ মাসে হেলারামের বিবাহ দেয়। বর ক'নে ঘরে আসিলে কনে বরের গৃহ হইতে গহণা ও অন্যান্য জিনিষ লইয়া সেই রাত্রেই চম্পট দিয়াছে। এ যে আচ্ছা মেয়ে।

জমিদারের বিরুদ্ধে জমিদারপত্নী।

—•—

ভবানীপুরের ধনী জমিদার শ্রীযুত বরদা প্রসাদ চৌধুরীর পত্নী শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা চৌধুরাণী ২০শে আগষ্ট শুক্রবার আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, আলি চৌধুরীর এজলাসে তাঁহার স্বামী, দুই পুত্র দিব্যেন্দু, সুখেন্দু এবং আরও কয়েক ব্যক্তির অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ফৌজদারি কার্য্যবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে শান্তি রক্ষার্থ এক আবেদন পেশ করেন। অভিযোগের বিবরণ এইরূপ—পত্নী অনেকগুলি মুল্যবান সম্পত্তির মালিক, স্বামী বরদা বাবু পত্নীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সমুদয় সম্পত্তি লেখা-পড়া করাইয়া লইতে চাহেন। তিনি অন্যান্য আসামীদের সহিত পত্নীকে বে-আইনীভাবে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন; এমন কি প্রহারও করিয়াছেন। বরদা বাবু গুর্খা দ্বারোয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন এবং সমুদয় আসামীই পত্নীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছেন। বরদা বাবু কনিষ্ঠ পুত্রকে দিয়া থানায় পত্নীর বিরুদ্ধে একটী মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য কনিষ্ঠ পুত্রের দেহে মিথ্যা আঘাত চিহ্নও উৎপাদন করিয়াছেন। জমীদার বরদা বাবু ও তাঁহার এক আমলার মারফতে একই ধারা অনুসারে তাঁহার শ্যালক যতীন্দ্রনাথ বর্ম্মণের বিরুদ্ধে এক আবেদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্যালক, নগেন্দ্রবালাকে স্বামী ও পুত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন; ফলে তাঁহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় আবেদনই তদন্তের জন্য য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরে লোমহর্ষণ কাণ্ড।

—:•:—

সম্প্রতি কৃষ্ণনগর খাঁপুর গ্রামে এক লোমহর্ষণ কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই গ্রামে অনাথনাথ মুহুরী নামক এক কৈবর্ত্ত জাতীয় যুবক বাস করিত। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে লোকটীর একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তাহার স্ত্রীর সহিত তাঁহার মামার অবৈধ প্রণয় জন্মিয়াছে। তাহার সেই মামা তাহার বাড়ীতে বেড়াইতে আসায় মামাকে বাড়ী হইতে সেই মুহূর্ত্তেই সে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে। মা কিন্তু তখনও বুঝিতে পারেন নাই, কিসের জন্য সে তাহার মামাকে বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিতে যাইতেছে। মাতা পুত্রের ব্যবহারে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাহার তখন মাতার উপর জাতক্রোধ আসিয়া পড়ে এবং সেই ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া মাকে খুন করিবার জন্য বন্দুকের গুলী ছুড়ে, ফলে তিনি গুরুতরভাবে আহতা হন। অতঃপর কয়েকজন প্রতিবেশী তাঁহাকে কৃষ্ণনগর হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। প্রকাশ, হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনাথের মা বলিয়াছিলেন, পাখী শিকার করিবার সময় অনবধানতা বশতঃ তিনি আহত হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার পুত্রের কোন দোষ নাই।

এদিকে মাতাকে আহত করিয়া লোকটী উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়ে। সে তখন তাহার স্ত্রী ও দুই বৎসর বয়স্কা একমাত্র কন্যাকে কাটারীর সাহায্যে এমনভাবে আহত করে যে, সেই আঘাতেই তাহাদিগের মৃত্যু হয়। তৎক্ষণাৎ এই ব্যাপার গ্রামের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। পুলিসও সংবাদ পাইয়া সদলবলে আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তাহার বাড়ীর দিকে ছুটে, কিন্তু বাড়ীতে গিয়া দেখে ভিতর দিক হইতে অর্গলবদ্ধ—আর বাড়ীর মধ্য হইতে সে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, যে ভিতরে আসিবে, তাহাকেই খুন করা হইবে পুলিস তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়া থাকে। লোকটির অবস্থাও ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে থাকে। বাড়ীর মধ্যে যাহা কিছু বিছানাপত্র ছিল, সে ক্রমে সমস্তই অগ্নিস্মাৎ করে। অবশেষে সকলকে দেখাইয়া প্রায় ৫।৬ হাজার টাকার নোটও সে পোড়াইয়া ফেলে। এই ভাবে ৪ দিন কাটে। আসামীর যে বন্দুক ছিল, মুহূর্ত্তের জন্যও সেই বন্দুকটি ছাড়ে নাই। অগত্যা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বভিন অনন্যগতি হইয়া তাহার বাহু লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়েন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বন্দুকের গুলী বুকে লাগিয়া তাহার মৃত্যু হয়। মদ, গাঁজা প্রভৃতিতে লোকটার অত্যন্ত আসক্তি ছিল, বোধ হয় মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলেই এই প্রকার বীভৎস কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বধূবেশী বালক।

—•—

করাচী হইতে এক নূতন ধরণের জুয়াচুরীর সংবাদ আসিয়াছে। একজন বেনিয়া বিবাহ করিবার চেষ্টায় আছেন, এই সংবাদ পাইয়া এক মাড়োয়ারী এক পুরোহিতের দ্বারা বেনিয়ার নিকটে স্বীয় কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করিয়া পাঠায়। এইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির হয় যে ঐ বেনিয়া পুরোহিতকে এক শত টাকা ও মাড়োয়ারীকে চারিশত টাকা পণ স্বরূপ প্রদান করিবেন। কথা স্থির হইল, কন্যাকর্ত্তা চারিশত টাকা ও পুরোহিত একশত টাকা লইয়া বিবাহের দিন স্থির করিল। মাড়োয়ারীর কিন্তু কন্যা ছিল না, সে তাহার পুত্রকে বধূ সাজাইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ঐ বেনিয়ার সহিত তাহার বিবাহ দিল এবং পুত্রকে শিখাইয়া দিল যে সুযোগ পাইলেই সে যেন বেনিয়ার বাটী হইতে পলাইয়া আসে। বেনিয়া তাহার

নব বধূকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল, প্রহরীবেষ্টিত সেই অন্তঃপুর হইতে বধূ পলায়ন করিতে পারিল না। কয়েকদিন পরে বেনিয়া জানিতে পারিল যে, নবপরিণীতা বধূটি বালিকা নহে—বালক। তখন সে সেই বালককে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল এবং রুদ্রমূর্ত্তিতে শ্বশুর বাটিতে আসিয়া পণের হিসাবে প্রদত্ত চারিশত টাকা আদায় করিয়া লইল। পুরোহিত টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে এখনও পাওয়া যায় নাই।

কর্ম্মখালি।

একজন সদগৃহস্থ জমিদারী কার্য্যে অভিজ্ঞ, মামলা মোকর্দ্দমা পরিচালনে সুদক্ষ ও সেটেলমেণ্ট কার্য্য জানে এইরূপ তহশীলদারের আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে। আবেদনকারীগণকে নগদ বা সম্পত্তি জামিন দিতে হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্বয়ং আসিলে বা দরখাস্ত করিলে অবিশেষ জানিতে পারিবেন।

শ্রীগোকুলচন্দ্র রায়।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।

ডাঃ এন, এল, পালের
সুদর্শন সার।
(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শনসার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা। ডাঃ নন্দলাল পাল এণ্ড সন্স।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেণ্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাবতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

সর্ব্বজ্বর বিনাশক
ব্রানটন মিক্‌শ্চার।

ম্যালেরিয়ার হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি।
অদ্যই আনাইয়া লউন।
বড় শিশি ১৬ মাত্রা ১।০
ছোট শিশি ৮ মাত্রা ৸০ মাত্র।

ব্রানটন ফার্ম্মেসী।
৬৯, সুকিয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

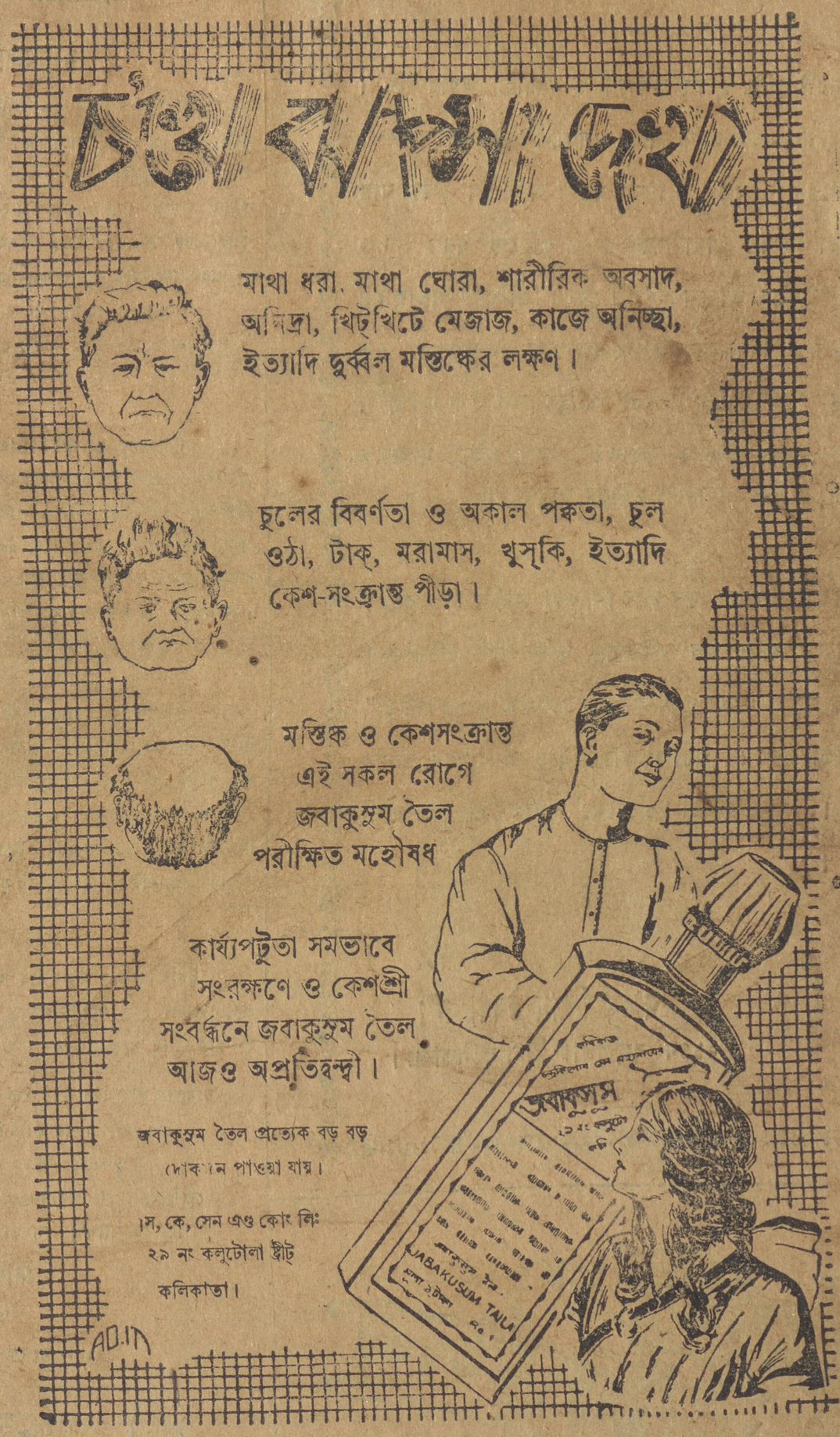

গঙ্গাধর অঞ্জনসার ও গঙ্গাধর বটিকা

ছানি ব্যতীত সকল প্রকার চক্ষুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

বিগত ৮০ বৎসরেরও অধিক কাল আমাদিগের এই চক্ষুরোগের অমোঘ ঔষধ ব্যবহার করিয়া সহস্র সহস্র রোগী নানাপ্রকার চক্ষুরোগ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এই ঔষধ দুইটির ক্রিয়া আশু ফলপ্রদ ও চিরস্থায়ী। ইহাতে কোন প্রকার চক্ষুর অনিষ্টকর পদার্থ নাই এবং ব্যবহারে কোন প্রকার কষ্ট নাই। ইহা বহু সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিজ্ঞ ডাক্তার, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক পরীক্ষিত ও প্রসংশিত। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিজ্ঞাপন পাঠান হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— রোগীদিগের ঔষধ প্রাপ্তির সুবিধার জন্য প্রতি জেলায়, মহকুমায় ও গ্রামে গ্রামে এজেণ্টের আবশ্যক; পত্র লিখিলে এজেন্সীর নিয়মাবলী পাঠান হয়।

পোষ্ট চন্দননগর, (বেঙ্গল) শ্রীবিশ্বেশ্বর সরকার।

নানাবিধ দেশী ও বিলাতী সব্জী বীজ মুরশুমি ফুলও
কপী বীজ
ইত্যাদির সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক উচ্চহারে কমিসন দেওয়া হয়।
বঙ্কিম প্রসাদ ঘোষ এণ্ড কোং
পোঃ বালী, হাবড়া।

প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গের ফল।

সকলেরই শরীর সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট ও সুকান্তি হইবার ইচ্ছা। স্বাভাবিক নিয়ম সকল জ্ঞাত থাকিলে সকলেই ঐ ইচ্ছা ফলবতী করিতে পারেন। স্বভাবের নিয়ম যতই অতিক্রম করা যায় ততই স্বাভাবিক দণ্ড আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। দণ্ড ভোগ না করিলে জীবনে কখনও কোন জিনিসের অভাব হয় না। এই সকল বিষয় অবগত হইবার জন্য বিনামূল্যে এক খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের নাম "কামশাস্ত্র"। আজই নাম, ধাম জ্ঞাপন করুন। প্রাপ্ত হইতে মাশুলও লাগিবে না। বিলম্বে নিরাশ হইবার সম্ভাবনা।

শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কি করা কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য হচ্ছে শরীরের যাহা ক্ষয় হইয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হওয়া। ক্ষয় পূরণ করিতে "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা" অসীম ক্ষমতা রাখে। পরীক্ষা করিলেই জানা যাইবে, উহার কি ক্ষমতা। প্রতি কৌটা ১৬ দিনের ব্যবহারের উপযোগী ১৲ টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক স্যালিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৴৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

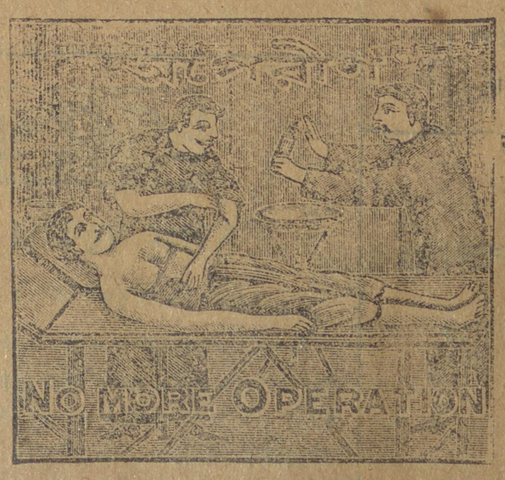

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতায় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটবাজার, কলিকাতা।

১নং। দামোদর সুধা। ঃ— মূল্য ॥৵৹
ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য
অপেরীণ। ঃ—
বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীত্‌লী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ॥৹ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ—ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৶৹ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

৪নং। একজিন ঃ—একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ॥৹ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।